20712 - চাকুরির কারণে যে ব্যক্তি ওয়াক্তমত নামায আদায় করতে পারে না, তার করণীয় কী?

প্রশ্ন

আমি অস্ট্রলেয়িায় থাকি। একটি ফাস্টফুডরে দোকানে চাকুরি করি। আমার বক্রিীত অধকিাংশ খাবার মুরগীর গোশত দয়িে তরৈি। আমি সপ্তাহে তনি দনি ডউিটি করি। প্রতদিনি একটানা ৩-৪ ঘণ্টা কাজ করি। (কউে যদি পাঁচ ঘণ্টার কম ডউিটি করে তাহলে সে বশ্রিামরে সুযোগ পায় না)। দনি যহেতেু ছোট এবং নামাযরে ওয়াক্ত ভন্নি ভন্নি সময়ে হয়, সে কারণে অবস্থা এমন হয় যে নামাযরে ওয়াক্ত হলে আমি নামায পড়তে পারি না; যদি না আমি ডউিটি শুরু করার আগে কংিবা পরে আসররে সাথে মাগরবিরে নামায একত্রে না পড়ি। বর্তমানে আমার কোনো নামায ছুটে যায় না। কারণ আমার ডউিটি টাইমে কোনো নামাযরে ওয়াক্ত পড়ে না।

অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করুন, কারণ বষিয়টি আমাকে ব্যথতি করছে। ধন্যবাদ।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ইতোপূর্বে **21958** নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়ছে যে, চাকুরির কারণে নর্িধারতি ওয়াক্তরে পরে নামায পড়া জায়যে নয়। মহান আল্লাহ বলনে:

رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“এমন লোকরো যাদরেকে ব্যবসা-বাণজি্য ও ক্রয়-বক্রিয় আল্লাহর স্মরণ থকেে, নামায কায়মে করা থকেে ও যাকাত দওেয়া থকেে বরিত রাখে না। তারা সইে দনিটকিে (কয়োমতরে দনিকে) ভয় করে যখন (মানুষরে) অন্তর ও দৃষ্টসিমূহ ওলটপালট (বপির্যস্ত) হয়ে যাবে।” (তারা আল্লাহর পবত্রিতা বর্ণনা করে) যাতে আল্লাহ তাদরেকে তাদরে কাজরে সরো প্রতদিান দনে এবং স্বীয় অনুগ্রহ থকেে তাদরেকে আরো বশেি দান করনে। আল্লাহ যাকে চান বনিা হসিাবে জীবকিা দান করনে।”[সূরা নূর: ৩৭-৩৮]

সুতরাং আপনার করণীয় হলো চাকুরির ডউিটি টাইমকে এমনভাবে বন্যিাস করা যাতে করে ওয়াক্তমত নামায আদায়রে সাথে

সাংঘর্ষকি না হয়। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষরে সাথে যোগাযোগ করা এবং উপযুক্ত সমাধান বরে করা; যদওি এতে করে আপনাকে কছিু প্রতকিূলতার মুখোমুখি হতে হয়, যমেন: ডউিটি টাইম বড়েে যাওয়া। জনেে রাখবনে, যথাসময়ে নামায আদায় করা এবং নামাযরে পাবন্দি করার মাধ্যমে আপনার অন্তরে ঈমানরে যে বৃদ্ধি ঘটবে তা আপনি যে প্রতকিূলতার সম্মুখীন হবনে সটোর উত্তম বদলা হবে। বরং সইে প্রতকিূলতা স্বাদে রূপ নবিে ইনশাআল্লাহ। কারণ আপনি আল্লাহর রাস্তায় এবং তার সন্তুষ্টি লাভরে উদ্দশ্যে এই প্রতকিূলতা সহ্য করছনে।

দুই:

নামায ছুটে গলেে এবং ওয়াক্তরে বাইরে নামায পড়লে প্রশ্নকর্তা যে মনে দুঃখ পান, তা প্রশংসনীয় বষিয়। মুমনিরে এমনটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কোনো নকে আমল ছুটে গলেে সে দুঃখ পাবে। কন্তিু করণীয় হলো এই দুঃখ যনে আপনাকে কর্ম সংশোধন এবং কর্মরে ঘাটতি পরহিাররে দকিে ধাবতি করে। হৃদয়ে দুঃখ থাকার পরও নামাযে অবহলো এবং আমলে ত্রুটি থকেে যাওয়া অনুচতি।

তনি:

আপনি বলছেনে যে ‘আপনার ডউিটি শুরু হওয়ার আগে কংিবা পরে আপনি আসর ও মাগরবিরে নামায একত্রে পড়নে’।

প্রয়ি ভাই! জনেে রাখুন, শরীয়তে যোহররে নামাযরে সাথে আসররে নামায এবং মাগরবিরে নামাযরে সাথে এশার নামায একত্রে পড়ার বধিান উদ্ধৃত হয়ছে। শরীয়তে কবেল এই ধরনরে একত্রীকরণ সাব্যস্ত। কন্তিু আসররে সাথে মাগরবিরে নামায একত্রে পড়ার বষিয়টি শরীয়তে উদ্ধৃত হয়নি, এভাবে নামায আদায় করা সঠকি নয়। এ কথা কোনো আলমে বলনেনি। সুতরাং আপনি সূর্যাস্তরে পরে আসররে সাথে মাগরবিরে নামায একত্রতি করার মাধ্যমে আসররে নামাযকে ওয়াক্তরে পরে আদায় করে যে ভুল করছেনে এর জন্য আপনার উপর ওয়াজবি: তাওবা করা এবং এই দৃঢ় সদ্ধিান্ত নয়ো যে আর কখনো এমনটি করবনে না।

অন্যদকিে মাগরবিরে ওয়াক্ত প্রবশে করার আগে তথা সূর্য ডোবার আগে আসর ও মাগরবিরে নামায একত্রে পড়ার যে বষিয়টি আপনার পক্ষ থকেে ঘটছেে সে ব্যাপারওে জনেে রাখুন যে, ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামায পড়া সঠকি নয়। তাই আপনার মাগরবিরে নামায সঠকি হয়নি। অতএব, আপনার উপর ওয়াজবি হলো: ওয়াক্ত হওয়ার আগে আপনি যে সকল মাগরবিরে নামায পড়ছেলিনে সগেুলোর সংখ্যা গণনা করা। সংখ্যা নর্িধারণরে সর্বোচ্চ চষ্টো করুন। আপনার নজিরে জন্য ও নজিরে দ্বীনদাররি জন্য সতর্কতা অবলম্বন করুন। সন্দহে হলে সর্বোচ্চ সংখ্যাটি গ্রহণ করুন। তারপর আপনার সাধ্যমত যত দ্রুত সম্ভব হয় এই নামাযগুলো পুনরায় পড়ুন।

চার:

এই সমস্যা সমাধানে আপনাকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নামায পড়তে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। আপনি কর্তৃপক্ষের সাথে এই ব্যাপারে একমত হতে পারেন যে ডিউটি টাইম শুরুর আগে কিংবা পরে আপনি এই সময়ের পরিবর্তে অতিরিক্ত সময় ক্ষতিপূরণ দিবেন। মাত্র দশ মিনিটের জন্য আপনি অনুমতি চাইতে পারবেন না; এমনটি অকল্পনীয়। আপনি যদি টয়লেটে যেতে চান তাহলে নিশ্চয় তারা আপনাকে নিষেধ করবে না। যদিও টয়লেটে এ রকম সময় বা এর চেয়েও বেশি সময় লাগতে পারে। আপনাদের দেশে এমন আইন-কানুন থাকতে পারে যা সংখ্যালঘুদেরকে তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের অধিকার দেয় এবং প্রতিষ্ঠানের মালিকদেরকে তাদের কর্মচারীদের ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য করে। এ ধরনের আইন-কানুন আপনাদের ওখানে থাকতে পারে যার দ্বারা আপনি আপনার অধিকার চাইতে পারেন।

যদি আপনার জন্য সব রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং কর্তৃপক্ষের সাথে এ ব্যাপারে সমাধানে পৌঁছতে না পারেন, তাহলে আপনি অন্য কোনো চাকুরি খুঁজুন যা আপনার নামায পড়ার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। যদি সেটি না পান এবং এই চাকুরি ছেড়ে দিলে আপনি ক্ষতির সম্মুখীন হন তাহলে আশা করা যায় যে এটি এমন প্রয়োজন যার কারণে একত্রে নামায পড়া আপনার জন্য বৈধ হবে এবং তাতে কোনো সমস্যা হবে না, ইনশাআল্লাহ।

আপনি যোহর ও আসর একত্রে পড়তে পারেন। হয় অগ্রিম একত্রিতকরণ পদ্ধতিতে নতুবা বিলম্বে একত্রিতকরণ পদ্ধতিতে। কিংবা আপনি মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তে পারেন। হয় অগ্রিম একত্রিতকরণ পদ্ধতিতে নতুবা বিলম্বে একত্রিতকরণ পদ্ধতিতে। আপনার জন্য যেটি সহজ হয় সেটি করবেন।

অগ্রিম একত্রিতকরণ মানে হলো: দুই নামাযের মধ্যে প্রথমটির ওয়াক্তে উভয়টি পড়া। আর বিলম্বে একত্রিতকরণ মানে হলো: দুই নামাযের মধ্যে দ্বিতীয়টির ওয়াক্তে উভয়টি পড়া।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন আমাদেরকে দ্বীনের বুঝ দান করেন, উত্তম কথা ও উত্তম আমলের তৌফিক দেন এবং আপনার জন্য পরিস্থিতিকে সহজ করে দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।